

নিখোঁজ একটি পরিবারকে এক মাসের বেতন দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ নেপালে নিখোঁজের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক পরিবারকে নিজের এক মাসের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত শুভেন্দুর। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নেপালের হুড়পা বানে নিখোঁজ এ রাজ্যের বহু বাসিন্দা। বুধবার সেই সকল পরিবারের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, আর্থিক সঙ্কটে থাকা একটি পরিবারকে নিজের এক মাসের বেতন দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মাসে তিনি কোনও বেতন নেবেন না। ওই পরিবারকে নিজের বেতন তুলে দিলেন। পাশাপাশি নিখোঁজ পরিবারগুলির জন্য স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি, দু’টি পৃথক সহায়তা পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। বৈঠকে পরিবারগুলির আর্থিক পরিস্থিতির বিস্তারিত খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও পরিবারের একমাত্র রোজগারের সদস্য নিখোঁজ, আবার কোনও পরিবারের রাজমিস্ত্রির কাজ করা উপার্জনকারী সদস্যেরও এখনও বন্দান মেলেনি। পরিবারের রোজগারের সদস্য নিখোঁজ হওয়ায় যারা আর্থিক সমস্ে পড়েছেন, তাদের চাকরি দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর, সূত্রের খবর। নিখোঁজদের পরিবারের সঙ্গে প্রশাসনের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখতে বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই গ্রুপে প্রত্যেক নিখোঁজের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি একজন করে সিভিক ভলান্টিয়ার এবং একজন পুলিশকর্মীকে যুক্ত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবারের কোনও সমস্যা হলে সরাসরি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। পরিবারগুলির সঙ্গে নিম্নোক্ত যোগাযোগ রাখবেন সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার। প্রশাসনিক স্তরে পরিবারগুলিকে একা না রাখার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সময়ের মধ্যেই জনগণনার প্রথম পর্বে ১০০ শতাংশ কাজ শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ ডিজিটাল জনগণনার প্রথম ধাপে বড় সাফল্য পেলে পশ্চিমবঙ্গ। নির্ধারিত সময়সীমা অর্থাৎ গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর আগেই রাজ্যের সমস্ত এলাকায় জনগণনার প্রথম পর্বের কাজ ১০০ শতাংশ সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। এগ্ন হাউন্ডেলে একটি পোস্ট শেয়ার করে এই খবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের এই ঐতিহাসিক সাফল্যে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন তিনি। এগ্ন হাউন্ডেলে তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা, ব্লক, পৌরসভা ও কর্পোরেশনের আওতায় থাকা মোট ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৬টি হাউজ লিস্টিং ব্লক বা এইচএলবি-র শতভাগ কভারেজ নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, রাজ্যের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে গেছেন গণনাকারীরা। প্রশাসনের দক্ষ পরিকল্পনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিশাল যজ্ঞ সম্ভব হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে অনুমিত ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩০ হাজার ১৫০টি সেলস হাউস সফলভাবে গণনা করা হয়েছে যা প্রত্যাশিত পরিবারের প্রায় ৯৯.৭ শতাংশ। এই বিশাল কাজের সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তৃণমূলসুত্তরে কর্মীদেরই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশ্চাত্য থেকে সমতল কিংবা নদীমাতৃক অঞ্চল, সব প্রতিকূল আবহাওয়ায় উপেক্ষা করে যে হাজার হাজার গণনাকারী ও সুপারভাইজার বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন, তাঁদের কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের ২৪ ঘণ্টার নিরলস পরিশ্রমের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি সাধারণ নাগরিককে ধন্যবাদ

● এরপর ৬ পাতায়...

‘শুভেন্দুর কাজ নিয়ে পুরো দেশে আলোচনা হচ্ছে’

রাজ্যে এসে মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা রাজনাথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে এক মাস ব্যাপী ‘সংকল্প অভিযান’ কর্মসূচির ঘোষণা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই উপলক্ষে বুধবার কলকাতায় যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান শুভেন্দু অধিকারীর কাজের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘ ২৫ বছরের প্রশাসনিক সফলতার খতিয়ান তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সাংবাদিক বৈঠকের সূচনাতেই রাজনাথ সিং জানান, ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর ঠিক ১০ দিন পরেই তিনি জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসক হিসেবে ২৫ বছর পূর্ণ করতে চলেছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, “মোদিজির নেতৃত্বে সারা ভারত আজ দ্রুতগতির উন্নয়নের পথে



হাটছে।” এর পরেই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পারফরম্যান্সের ঢালাও প্রশংসা করে রাজনাথ বলেন, “বিগত কিছু দিনে শুভেন্দু অধিকারীর যে কাজ ও পারফরমেন্স দেখা যাচ্ছে, তা নিয়ে আজ পুরো দেশে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। দেশের অন্যান্য

রাজ্যগুলিতেও শুভেন্দুর প্রশাসনিক কাজ নিয়ে আলোচনা চলছে।” এর পর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক যাত্রাকে এক কথায় ‘সেবা’ বলে অভিহিত করেন প্রবীণ এই বিজেপি নেতা। তিনি স্পষ্ট জানান, একজন আদর্শ

নেতা কেবল নির্বাচনে জেতার জন্য নয়, বরং দেশের ভোটার ও আমজনতার সার্বিক উন্নয়নের জন্য দিনরাত কাজ করেন। মোদিজির ‘সেবা সমর্পণ’ ভাবধারাকে বজায় রেখেই বিজেপি এই সংকল্প অভিযানকে দেশজুড়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন

ও প্রযুক্তিগত রূপান্তরের প্রসঙ্গ টেনে রাজনাথ ‘মোদি-নমিস্ত্র’ এবং ডিজিটাল বিপ্লবের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, দেশে ইউপিআই চালু হওয়ার পর গত দশ বছরে প্রায় ২৩.৬৬ বিলিয়ন ডিজিটাল ট্রানজাকশন সম্পন্ন হয়েছে, যার মোট আর্থিক মূল্য প্রায় ২৯.৮-৮ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৪ সালের আগে ভারতে বেসরকারি ক্ষেত্রে রকেট উৎক্ষেপণের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না, যা আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। একসময়ে যে দল বা রাজ্যগুলিতে বিজেপির উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হত, আজ দেশের ২০টিরও বেশি রাজ্য পদ্ম শিবিরের সরকার চালিত হচ্ছে বলে স্মরণ করিয়ে দেন রাজনাথ। কোভিড মহামারি মোকাবিলায় মতো কঠিন সময়ে দেশের মানুষ যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা রেখেছিল, তা ভারতীয় রাজনীতির পরিপন্থতাকেই প্রমাণ করে বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

পরিচালন সমিতির মাথায় সেই বিজেপি নেতরাই! রাজ্যের আরও ১৭১ কলেজে নতুন সভাপতি নিয়োগে উঠল প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যের উচ্চশিক্ষাঙ্গনে কি কেবল দলীয় পতাকার রং পাটলান? মে মাসে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাঙ্গন থেকে রাজনৈতিক প্রভাব দূর করা হবে বলে বার্তা দেওয়া হয়েছিল। তবে বাস্তব চিত্র তার বিপরীত বলেই দাবি নানা মহলের। গত আগস্টে ২৪৭টি সরকারপাঠিত কলেজের পরিচালন

কলকাতার সুব্রেন্দ্রনাথ কলেজে পরিচালন সমিতির সভাপতি করা হয়েছে বিজেপির উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোয় ঘোষকে। সুব্রেন্দ্রনাথ কলেজ ফর ইউমেনে সভাপতি হয়েছেন প্রিয়ঙ্কা চিত্রগোয়ালা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের দায়িত্বে শিশির বাজেরিয়া, বাসন্তী দেবী কলেজে শশী অগ্নিহোত্রী হেরা এবং হেরাশা চন্দ্র কলেজে সভাপতি হিসেবে নাম রয়েছে



সমিতির সভাপতির নাম প্রকাশ হওয়ার পর, এবার প্রকাশিত হয়েছে আরও ১৭১টি কলেজের নতুন সভাপতির নামের তালিকা। সেখানেও সিংহভাগ পদেই বসানো হয়েছে বিজেপি-র প্রবীণ নেতা, বিধায়ক, সাংসদ ও বিশিষ্ট দলীয় পদাধিকারীদের। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান, বার্কুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে দার্জিলিং-রাজ্যের সমস্ত প্রান্তের মোট ১৭১টি সরকারপাঠিত কলেজ স্থান পেয়েছে এই নতুন তালিকা। কলকাতার একাধিক নামী কলেজে পরিচালন সমিতির মাথায় বসানো হয়েছে বিজেপি নেতাদের।

রাজকলম পাঠকরা। এ ছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনার সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতির শীর্ষে বসানো হয়েছে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। জেলাগুলির ক্ষেত্রেও ছবিটা একই রকম। পুরুলিয়ার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতোকে পুরুলিয়ার বলরামপুরের একটি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্য বিজেপির আরও এক শীর্ষ পদাধিকারী শশী অগ্নিহোত্রীও পেয়েছেন একটি কলেজের

● এরপর ৬ পাতায়...

‘অপরাধ সংঘটিত হয়নি’ মমতার বিরুদ্ধে হওয়া মামলাই খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ গত জুন মাসে ধর্মতলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার উদ্দেশ্য নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবারের শুভানিিতে সেই মামলা খারিজ করে দিল উচ্চ আদালত। এ দিন এই মামলার আদালতে রিপোর্ট পেশ করেছিল রাজ্য সরকার। তা খতিয়ে

ওসমান হামিদ হত্যাকাণ্ডের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন মমতা। সভায় পরে তিনি এ-ও বলেন, “কিন্তু আমি যেটা বলছি, সেই পরোক্ষটা হলো, তার পরে তারা মেঘালয় হয়ে বাংলায় চলে আসে। বাংলায় যখন চলে আসে, তখন আমাদের এসটিএফ তাকে ধরে। এটা তাদের দিল উচ্চ আদালত। এ দিন এই হোম মিনিস্টার নিজে আমাকে ফোন করে বলছেন। এত দিন তো বলিনি।



দেখে জনস্বার্থ মামলা খারিজ করেছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘূগের ডিভিশন বৈধ। আদালত জানিয়েছে, মমতার মন্তব্যে কোনও আদালতগ্রাহ্য অপরাধ খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাজ্যে পালাবদলের পরে গত ২ জুন ধর্মতলার সভা থেকে মমতার একটি মন্তব্যে বিতর্ক দানা বাঁধে। ওয়াই চ্যানেলে ধর্মীয় বসে প্রাক্তন বলেছিলেন, “বাংলাদেশের একটা বড় খুনিকে এসটিএফ প্রেফর করবে, জেনে রাখুন। যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক রেভোলিউশন হয়েছিল। অন্য দেশের কথা আমি বলছি না। আমার বলার অধিকার নেই।” অনেকের মতে, বাংলাদেশের তরুণ নেতা

মুখ খুলিনি এখন অত্যাচারের শেষ সীমায় গিয়েছে বলে... আমি নাম বলছি না ভদ্রতা করে। বাংলাদেশের লোক উত্তাল হয়ে যাবে। আমি সেটা চাই না। আমি দেশকে ভালবাসি।” মমতার এই মন্তব্য নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাটি আগে শুভানির জন্য উঠেছিল হাইকোর্টের প্রাক্তন ভরাপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন। সেখানে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, “যে যা কিছু বলেন, তা-ই (আদালতকে) শুনতে হবে? এটি কেন জনস্বার্থ মামলা হিসেবে গ্রহ্য হবে?” উম্মাপ্রকাশ করে তাঁর মন্তব্য, “আজকাল জনস্বার্থ

● এরপর ৬ পাতায়...

প্রতীক পেলে তবেই উপনির্বাচনের প্রচারে যাব, নাহলে নয়। মমতা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর- এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলেছে। আর এই ভোট ঘিরে এখন প্রশ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় প্রার্থীদের প্রচারে যাবেন কিনা। কৌতূহল বাড়ছে, কারণ তৃণমূল দুই ভাগে (ঋতব্রত এবং কালীঘাট শিবির) ভাগ হয়ে যাওয়ায় প্রতীক নিয়ে সংঘাত লেগেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাসফুল প্রতীক কোন শিবির পাবে তা নিয়ে জলঘোলা এখনও অব্যাহত। এই আবহে মমতা জানিয়েছেন, প্রতীক না পেলে তিনি প্রচারে যাবেন না। মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন

● এরপর ৬ পাতায়...

ইউপিআই লেনদেনে চার্জ প্রত্যাহার নিয়ে জনস্বার্থ মামলা সুপ্রিম কোর্টে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ ইউপিআই-তে চালু হয়েছে মার্চেস্টি ডিসকাউন্ট রোট বা এমডিআর। ২০০০ টাকার বেশি লেনদেনে দিলে ০.৪ শতাংশ হারে চার্জ দিতে হবে। এই ঘোষণা হতেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে দেশজুড়ে, কারণ অধিকাংশ মানুষই ইউপিআই-র উপরে নির্ভরশীল। এমডিআর ঘোষণার একদিন পরই, কেন্দ্রীয় সরকারের ইউপিআই-তে এমডিআর লাগু করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। ইউপিআই-তে এমডিআর চার্জ বসতেই জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। আবেদনে দ্য পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যান্ড, ২০০৭-এর সাম্প্রতিক সংশোধনীকে অসংবিধানিক ঘোষণা করার আর্জি জানানো হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর জারি করা বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আর্জি জানানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। কোন আলাপ-আলোচনা এবং সমীক্ষার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই নির্দেশ দেওয়া

প্রয়োজন বোধ করেছে, সেই সংক্রান্ত যান্ত্রীয় তথ্য-রিপোর্টিংও শীর্ষ আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আর্জি জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে অবিলম্বে এই এমডিআর প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী অঞ্জন দত্ত। উল্লেখ্য ১৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক নির্দেশিকা জারি করে জানায় যে দুই হাজার টাকার উপরে লেনদেনে ০.৪ শতাংশ হারে মার্চেস্টি ডিসকাউন্ট রোট বা এমডিআর বসবে। আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে এই চার্জ বসতে চলেছে। পি-টু-এম অর্থাৎ পার্সন টু মার্চেস্টি পেমেন্টে এই এমডিআর বসবে। অর্থাৎ দুই হাজার টাকার উপরে লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের এই চার্জ দিতে হবে। এক ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তিকে ইউপিআই-তে টাকা পাঠান, তবে কোনও টাকা লেনদেন না। ২০০০ টাকার নিচের লেনদেনেও কোনও চার্জ লাগবে না। এছাড়া ছোট ব্যবসায়ী যারা, তারা যদি মাসে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টাকা পান কিউআর কোডের মাধ্যমে, তাহলে তাদেরও কোনও চার্জ দিতে হবে না।

আরব সাগরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ জাহাজের সংঘর্ষ! ‘অপেশাদার’ আচরণের কড়া প্রতিবাদ, পাক দূতকে তলব দিল্লির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ আরব সাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ধাক্কাধাক্কি ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ জাহাজের। ঘটনার জেরে বুধবার পাক চার্জ দ্য অ্যাক্ফার্সকে তলব করে দিল্লি। অপ্রত্যাশিত এই সংঘর্ষের পর কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। পাক নৌসেনার এমন বেপরোয়া আচরণকে ‘অগ্রহণযোগ্য এবং অপেশাদার’ বলে তীব্র ভৎসনা করা হয়েছে। যদিও সামুদ্রিক এই সংঘাতে কোনও বড়সড় ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, দুই দেশের নৌবাহিনীর এই সংঘর্ষ ঘটেছে আন্তর্জাতিক জলসীমায়। বড় ক্ষতি না হলেও, পাকিস্তানের যুদ্ধজাহাজের দায়িত্বজ্ঞানহীন পদক্ষেপ নিয়ে গভীর



উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। কড়া ভাষায় জানানো হয়েছে, ‘পাকিস্তানি জো-ইউনিটগুলির অগ্রহণযোগ্য এবং অপেশাদার আচরণের জন্য আজ দিল্লিতে ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাক্ফার্সকে বিদেশ মন্ত্রকে তলব করা হয়েছে। এই আচরণের ফলেই ভারতীয়

● এরপর ৬ পাতায়...

সিজেপি আন্দোলনে পুলিশি তাণ্ডব

অনুমানের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি পুনর্গঠনে ‘না’ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশি হিংসা ও তাণ্ডবের ঘটনা খতিয়ে দেখতে গঠিত পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করতে সাফ অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, প্যানেলটির বিরুদ্ধে তোলা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ‘অনুমানভিত্তিক’ এবং ‘পূর্বধারণাপ্রসূত’। ভারতের প্রধান বিচারপতি সু্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগ্গি এবং বিচারপতি ডি মোহানার ডিভিশন বৈধ জানিয়েছে, অত্যন্ত উচ্চমানের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শীর্ষ আদালতকে সাহায্য করার জন্যই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ জারি করেছিল (যা মঙ্গলবার অনুলাইনে আপলোড করা হয়েছে), তাতে বলা হয়েছে যে, আদালতের সামনে উপস্থিত কোনও নির্দিষ্ট পক্ষের দাবি বা স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। ডিভিশন বৈধ বলে, “আমরা এই কমিটির গঠনে কোনওরকম পরিবর্তন বা রদবদল করতে ইচ্ছুক নই। বিশেষ করে যেখানে কমিটি তার মূল তদন্ত কাজ শুরু করার আগেই ফ্রেফ কিছু অনুমান এবং পূর্বধারণার ওপর ভিত্তি করে পুনর্গঠনের আর্জি জানানো হয়েছে।” শীর্ষ আদালত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে চলাকালীন পেলট গানের ব্যবহার, নির্দিষ্ট করে চালানো

সহিংসতা, মহিলা আন্দোলনকারীদের উপর হয়রানি এবং উভয় পক্ষের তরফ থেকে

সামনে সাক্ষ্য দিতে বা অভিযোগ জানাতে আসা সাধারণ মানুষ ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিয়ে যে উদ্বেগ



হওয়া চরম সহিংসতা ও সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের মতো বিষয়গুলির তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তদন্ত কমিটির

আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয় এবং তাদের নাম-পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন ও অপ্রকাশিত রাখা হয়। আদালত আরও জানিয়েছে, সাক্ষীদের দেওয়া যে কোনও বয়ান বা পেশ করা প্রশ্নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে এবং সাধারণ মানুষ ও সংশ্লিষ্ট অস্বীকারদের প্রজ্ঞা জমা দেওয়ার সুবিধার জন্য একটি আলাদা অনলাইন পোর্টাল তৈরি করার পরামর্শও দিয়েছে বৈধ। কমিটির কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে সিনিয়র আডভোকেট মনিকা গুসাইন এবং আইনজীবী সি সোলোমনকে এইচপিএসি-র প্রতিনিধি হিসেবে আদালতকে সহায়তা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তারা দুই পক্ষের

মধ্যে একজন স্বাধীন মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও কাজ করবেন। এছাড়া, ‘পাকিস্তানি জো-ইউনিটগুলির অগ্রহণযোগ্য এবং অপেশাদার আচরণের জন্য আজ দিল্লিতে ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাক্ফার্সকে বিদেশ মন্ত্রকে তলব করা হয়েছে। এই আচরণের ফলেই ভারতীয়

● এরপর ৬ পাতায়...

৮ লক্ষ মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : সব কিছু যাচাই এর পরে চলতি মাসে আরও ৮ লক্ষ মহিলা উপভোক্তাকে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে নারী, শিশু ও সমাজকল্যান দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে এই প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা বেড়ে হতে এক কোটি ৫৬ লক্ষ। আগামীকাল থেকে উপভোক্তাদের ব্যাংক একাউন্টে ধাপে ধাপে চলতি মাসের ভাতা হিসাবে সরাসরি টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হবে। উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মবার্ষিকীটি আগামীকাল রাজ্য সরকার অন্নপূর্ণা দিবস হিসাবে পালন করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছেন।

এইজন্যে বিধানসভারের বইলো মাঠে রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা।

বিশ্বজিং বসুর নেতৃত্বে কলকাতা আজ কমিশনের প্রথম বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের নবগঠিত স্বাস্থ্য কমিশন আগামীকাল থেকে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল পরিদর্শন শুরু করছে। চেয়ারম্যান তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিং বসুর নেতৃত্বে কলকাতা আজ কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামীকাল থেকেই উত্তরবঙ্গে বেসরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে নামবে কমিশনের দল। প্রথম দফায় জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির ৬০ থেকে ৪০টি বেসরকারি হাসপাতাল ঘুরে দেখবেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। টানা তিন দিন ধরে চলবে এই পরিদর্শন।

বালি-বেনুড়ে সিপিআইএমের একাধিক কার্যালয়ে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর : হাওড়ার বালি ও বেলুড় এলাকায় সিপিআইএমের একাধিক দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। মঙ্গলবার রাতে বালিখাল সলংগু পঞ্চাননতলায় সিপিআইএমের কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরই পরগণর কয়েকটি দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ বামেদের। ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে সিপিআইএম। যদিও সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি।সিপিআইএমের দাবি, মঙ্গলবার রাতে বালি-বেনুড়ের পঞ্চাননতলা, পাঠকপাড়া, দেওয়ানগাঁজি, বেলুড় ও খামারপাড়া এলাকার মোট পাঁচটি দলীয় কার্যালয় আক্রান্ত হয়। কয়েকটি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি একটি অফিসে তাল্লা তুলিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। স্থানীয় সূত্র খবর, রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বাইকে কয়েক একদল লোক এসে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে বিভিন্ন কার্যালয়ে তাণ্ডব চালায়। ঘটনার সূত্রপাত নিয়ে সিপিআইএমের অভিযোগ, মঙ্গলবার বালিখাল সলংগু পঞ্চাননতলায় দলের যুব সংগঠনের কর্মসূচি ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের নেত্রী দীপ্তিতা ধরা। সেই কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরই হামলার ঘটনা ঘটে বলে বামেদের দাবি। সিপিআইএমের স্থানীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই একের পর এক দলীয় কার্যালয়কে নিশানা করা হয়েছে এবং এর পিছনে বিজেপির লোকজন রয়েছে। যদিও সিপিআইএমের অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। তাদের বক্তব্য, এলাকায় তৈরি হওয়া জনস্বার্থ থেকেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। বিজেপির এক নেতা জানিয়েছেন, তারা ঘটনার কারণে সবাবদামধ্যমের মাধ্যমেই জানতে পেরেছেন এবং এই হামলার সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই।ঘটনাকে ঘিরে দুই রাজনৈতিক দলের পার্শ্বপাশ্চি অভিযোগে বালি-বেনুড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফের উত্তপ্ত হয়েছে। তবে কারা এই হামলার সঙ্গে যুক্ত, তা নিয়ে পুলিশের তদন্তের দিকেই এখন নজর।

শিক্ষাক্ষেত্রে ‘গৈরিকীকরণ অভিযোগ, সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে পথে কংগ্রেস

সৈকত দাস,কলকাতা৷ বিধানসভায় পাশ হওয়া ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজের (আর্ডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬’-এর বিরোধিতায় পথে নামছে কংগ্রেস। শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের চেষ্টা চলছে-এই অভিযোগ তুলে সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে মিছিলের ডাক দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ১৬ সেপ্টেম্বর, বুধবার কলকাতায় এই প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। সুকান্ত সেতু মোড় থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত মিছিল যাবে। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনকেও এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ, সংশোধনী বিলের মাধ্যমে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণেরও আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি বিরোধী দলের। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই বিলের বিরোধিতায় জমজট গড়ে তুলতে পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। দলীয় কর্মসূচি অনুযায়ী, দুপুর ১টা ৬০ মিনিটে সুকান্ত সেতু মোড় থেকে মিছিল শুরু হওয়ার কথা। পরে মিছিলটি যাদবপুরের দিকে এগিয়ে যাবে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে যাদবপুরের সুলেখা মোড়ে জমায়েতেরও ডাক দেওয়া হয়েছে। সংশোধনী বিলকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বুধবার যাদবপুর ও সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়তে চলেছে।

দুবাই যাওয়ার আগেই কলকাতায় ধরা পড়ল পাকিস্তানি গ্যাংস্টারের ভাই বান্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিদেশে পালানোর পরিকল্পনা ছিল। গন্তব্য ছিল দুবাই। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই কলকাতা বিমানবন্দরে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন কুখ্যাত গ্যাংস্টার প্রিন্স খানের ভাই বান্টি খান। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় আগে থেকেই নজরদারি চালাচ্ছিল ধানবাদ পুলিশ। কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় বিমানবন্দর চত্বরে ফাঁদ পেতে বান্টিকে প্রেস্তার গিরে হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বান্টি খানের বিরুদ্ধে তৈলাবাজি, খুন এবং

শহর ও শহরতলী

প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু প্রসাদ সিনহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে নতুন মামলা, কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় প্রেস্তার হয়ে বর্তমানে সংশোধনাগারে বন্দি প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু প্রসাদ সিনহার বিরুদ্ধে এবার দুর্নীতি দমন আইনে নতুন মামলা দায়ের হল। গড়িয়াহাট খানায় দায়ের হওয়া অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশকর্তার পদ ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও উপহার নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া, প্রভাব খাটানো এবং বিভিন্ন কাজে সহায়তার বিনিময়ে শান্তনু প্রসাদ সিনহা ও তার পরিবারের সদস্যরা মিলিয়ে প্রায় ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। দায়ের হওয়া মামলার অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, এই বিপুল অর্থের পুরোটাই নগদে নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বেতন, উপহার, সম্পত্তি কেনা কিংবা পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন খরচের মাধ্যমেও এই অর্থ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্তকারী সংস্থার নজরে আসা এই আর্থিক লেনদেনগুলির মধ্যে বেশ কিছু বিষয়কে অস উপায়ে পাওয়া সুবিধার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগে ব্যবসায়ী রাজেশ কুমার জাজেদিয়ার ‘বিভিন্ন সংস্থার নামও উঠে এসেছে। মামলায় দাবি করা হয়েছে, ওই সংস্থাগুলির কাছ থেকে শান্তনু প্রসাদ সিনহার ত্রী কারতুলি সিনহা বিশ্বাস প্রায় ৭৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৯৮ টাকা বেতন হিসেবে পেয়েছেন। অভিযোগকারীদের দাবি, এই বেতন প্রদানের পিছনে প্রকৃত



হয়েছে। ওই সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থের উস এবং কার নামে সম্পত্তির সুবিধা গিয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তেলা হয়েছে মামলায়। পাশাপাশি শান্তনু প্রসাদ সিনহার ছেলে সাযন্তন সিনহা বিশ্বাসের মেডিক্যাল কলেজের ফি বাবদ প্রায় ২১ লক্ষ টাকা প্রভাব খাটিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের তালিকায় রয়েছে মর্শিদাবাদের কাগিদনে শান্তনু প্রসাদ সিনহার বিলাসবহুল বাড়ি সংস্কারের বিষয়টিও। মামলায় দাবি করা হয়েছে, ওই বাড়ি সংস্কারের কাজে প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল এবং সেই অর্থের উস

নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। পুলিশের প্রভাব ব্যবহার করে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। অভিযুক্ত জয় কামদারের স্ত্রীর কাছ থেকেও নামী



সেনা পাঞ্জু এবং শান্তনুর মধ্য যোগাযোগ ও প্রভাব খাটিয়ে জমি দখলের অভিযোগ সামনে আসে বলে দাবি করা হয়েছিল। সেই মামলার সূত্র ধরেই শান্তনু প্রসাদ সিনহাকে প্রেস্তার করা হয়। এবার দুর্নীতি দমন আইনে দায়ের হওয়া নতুন মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ সামনে এল। তবে মামলায় ওটা অভিযোগগুলির সত্যতা, অর্থের প্রকৃত উস এবং সর্বশ্রষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে। নতুন এই মামলার তদন্ত কোন পথে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারে হবে এই চার বিমানবন্দর

নিজস্বংবাদদাতা, কলকাতা,১৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের চার জেলায় তৈরি হচ্ছে চার বিমানবন্দর। পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারে হবে এই চার বিমানবন্দর। জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে এই আঞ্চলিক বিমানবন্দর তৈরির কাজে গতি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। উড়ান প্রকল্পের অধীনে চার বিমানবন্দর নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে ত্রিাঞ্চলিক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর হতে চলেছে। সব ঠিকঠাক থাকলে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে আর নাইডু ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিতিতে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর নবায় সভায়েরে এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। প্রশাসন সূত্রে খবর,

ধর্মতলা শ্রী রাম আর্কেডে দমকলের পরিদর্শন,ফায়ার অ্যালার্মে ক্রুটি, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

সৈকত দাস,কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমের নিউ মার্কেট চত্বরে বাড়তে শুরু করেছে ক্রেতাদের ভিড়। সেই কথা মাথায় রেখে শপিং কমপ্লেক্স ও মলগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে দমকল দফতর। ক্যামাক স্ট্রিটের বারাদান শপিং কমপ্লেক্স পরিদর্শনের পর এবার নিউ মার্কেটের শ্রী রাম আর্কেডে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন দমকল অধিকারিকরা।পরিদর্শনের পর অবস্থা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি দমকল আধিকারিকরা। বিশেষ করে ফায়ার অ্যালার্ম ডিটেক্টর নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তারা। ধূপ জালিয়ে ঘোঁষার উপস্থিতি তৈরি করে পরীক্ষা করা হলেও সংশ্লিষ্ট ফায়ার অ্যালার্ম জালিয়েছিল সক্রিয় হয়নি বলে জানা যায়।শ্রী রাম আর্কেড পরিদর্শনের পর সাউথ ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারের ওসি অরুণ পাটন্যায়ক জানান, হাউস পাইপ এবং স্প্রিংকলার ব্যবস্থা কাজ

করলেও কিছু ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামের কার্যকারিতায় সমস্যা নজরে এসেছে। কয়েকটি যন্ত্র ‘বিহেভিয়ার’ করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ফলে সামগ্রিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় তাঁরা এখনও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নন।সমস্যাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি অবিলম্বে রোামত বা প্রয়োজনে পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রী রাম আর্কেড কৃত্তপক্ষীয় অগ্নিনির্বাপ্তার ক্ষেত্রে কোনও রকম গাফিলতি বা অবহেলা বরাদত্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন দমকল অধিকারিকরা।ইতিমধ্যেই নিউ মার্কেটের শ্রী রাম আর্কেডে পুজোর কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিনই দেখাে ভিড় জমাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই বিশেষ অভিযান বলে জানিয়েছে দমকল দফতর। পুজোর সময় শপিং কমপ্লেক্স ও মলগুলিতে কোনওরকম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে যাতে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তা নিশ্চিত করতেই

হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া নথিগুলি কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং বিদেশে পালানোর ক্ষেত্রে আর কারও সহযোগিতা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রেস্তারের পর বান্টি খানকে দফায় দফায় জেরা শুরু জেলেই তদন্তকারীরা। তাঁর সঙ্গে কারা যোগাযোগ রাখতেন, বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনায় কে বা কারা সাহায্য করেছিলেন এবং জাল নথিগুলি কোথা জেলেই তদন্তকারীরা। তাঁর সঙ্গে কারা যোগাযোগ রাখতেন, বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনায় কে বা কারা সাহায্য করেছিলেন এবং জাল নথিগুলি কোথা জেলেই ছিলেন তিনি। প্রায় চার বছর কারাবন্দি থাকার পর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে জামিনে মুক্তি পান বান্টি । তদন্তকারীদের দাবি, জেল থেকে বেরিয়ে ফের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন বান্টি । তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে তৈলাবাজির অভিযোগ সামনে আসে।

ফের কলকাতায় ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ি, অগ্নের জন্য রক্ষা পেলেন পথচারীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বর্ষার মরশুমের ফের কলকাতায় ভেঙে পাল পুরনো বাড়ির একাংশ। বুধবার সকালে মধ্য কলকাতার এন্টালি থানার অন্তর্গত পুরনো পোস্ট অফিস এলাকায় আচমকই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি পুরনো বাড়ির অংশ। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর

পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যায় এন্টালি থানার পুলিশও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এন্টালির পুরনো পোস্ট অফিস সলংগু এলাকায় একাধিক পুরনো বাড়ি রয়েছে। দীর্ঘদিনের পর এই বাড়িগুলির অনেকগুলিই বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে বলে অভিযোগ। বুধবার সকালে আচমকা একটি বাড়ির বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে রাস্তার ধারে পড়ে। সেই সময় ফুটপাথ দিয়ে কোনও পথচারী যাচ্ছিলেন না। পাশাপাশি, বাড়ির যে অংশটি ভেঙে পড়ে সেখানে কোনও বাসিন্দাও ছিলেন না। ফলে বসড়দ দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ার খবর অগ্নিই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বাড়ির বাসিন্দাদের ওই অংশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা

এড়াতে ভেঙে পড়া অংশটি ঘিরে দেওয়া হয়। পরে পুরসভার কর্মীরা ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শুরু করেন। বাড়িটির বাকি অংশ কতটা নিরাপদ, তা নিয়েও পরিদর্শন শুরু হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর,



এন্টালির ওই বাড়িটি বিপজ্জনক বলে আগেই নোটিস বোর্ড ঝোলানো হয়েছিল। অর্থা বাড়িটির দুর্বল অবস্থার বিষয়টি পুরসভার নজরে ছিল। দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়িতে কোনও বাসিন্দা থাকছিলেন না বলেও জানা গিয়েছে। ফলে বুধবারের ঘটনায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে শহরের ব্যস্ত এলাকায় এমন পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ির অস্তিত্ব নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় এমনও বহু পুরনো ও বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে। বর্ষার টানা

‘রাজনীতিমুক্ত’ শিক্ষাক্ষণের প্রতিশ্রুতি কোথায়? ১৭১ কলেজের বিজেপি নেতাদের নাম ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বাংলার শিক্ষাক্ষণে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। বাম আমলে ‘এবং পরবর্তী সময়ে তুলমূল আমলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ নিয়ে বারবার সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসার আগে এবং ক্ষমতায় আসার পরও শিক্ষাক্ষণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সরকার পোষিত কলেজগুলির গর্ভনিঃ বড়ির সভাপতি পদে বিজেপির জনপ্রতিনিধি এবং দলের নেতাদের নিয়োগ ঘিরে সেই প্রতিশ্রুতিই এখন প্রশ্নের মুখে বলে অভিযোগ বিরোধীদের।ক্ষমতায় আসার পর সরকার পোষিত স্কুল ও কলেজগুলির গর্ভনিঃ বড়ি দেওয়া দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করেছে বিজেপি নির্বাক। সেই সময় সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিনিধির কমিয়ে শিক্ষাক্ষণকে রাজনীতিমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। গর্ভনিঃ বড়িতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জায়গা হবে না বলেও বার্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গর্ভনিঃ বড়ির সভাপতিদের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই তৈরি হয় বিতর্ক। গত আগস্টে সভাপতি প্রথম তালিকায় একাধিক কলেজের গর্ভনিঃ বড়ির সভাপতি হিসেবে বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদদের নাম সামনে আসে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তখন দলের অধ্যক্ষনা ব্যাখ্যা করে জানিয়েছিলেন, শিক্ষাক্ষণকে রাজনীতিমুক্ত করার পাশাপাশি কলেজে যাতে অশান্তির পরিবেশ তৈরি না হয়, সেদিকটিও দেখতে হবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অতীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে এবং সেই পরিস্থিতি সামাল

দেওয়ার জন্য দীর্ঘসূচীল ব্যক্তিদের প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যেই এবার আরও ১৭১টি কলেজের গর্ভনিঃ বড়ির সভাপতিদের তালিকা প্রকাশ্যে এসেছে। নতুন তালিকাতেও বিজেপির একাধিক নেতা ও নেত্রীর নাম রয়েছে, যারা বর্তমানে কোনও জনপ্রতিনিধি নন। ফলে শিক্ষাক্ষণকে রাজনীতিমুক্ত করার সরকারের ঘোষিত অবস্থান নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি সক্রিয় রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও কলেজের পরিচালন কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক প্রভাবের সম্ভাবনা থেকেই যায়। নতুন তালিকায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গর্ভনিঃ বড়ির সভাপতি হিসেবে উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির সভাপতি তন্ময়্য হোয়ের নাম রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ বড়ি ইউনিমের ক্ষেত্রে বিজেপি নেত্রী প্রিয়ঙ্কা টিব্বেরওয়ালের নাম সামনে এসেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের সভাপতি করা হয়েছে বিজেপি নেতা শিশির বাজৌরিয়ার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্মিলনী মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লক্শেট চট্টোপাধ্যায় বলে তালিকায় উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও পুকুলিয়ার বলরামপুর কলেজের গর্ভনিঃ বড়ির সভাপতি হিসেবে পুকুলিয়ার সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় শিখি মাহাতোয়ার নাম রয়েছে। বাসন্তী দেবী কলেজে সশীল অগ্নিহোত্রী, হেররা চন্দ্র কলেজে রাজকমল পাঠক এবং য়োলেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে অজয় অগ্নিহোত্রীর নামও প্রকাশিত তালিকায় রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই নিয়োগ ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষণের স্বায়ত্তশাসন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আরামবাগ জেলা কমিটি গঠন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিমাখালা,১৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজিত ‘আই জে এর পূর্ব বর্ধমান জেলার পক্ষ থেকে বিধায়ক এবং সাংবাদিক ও সমাজসেবীদের এক সম্মাননা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া, রায়না ও জামালপুরের বিধায়ক সহ সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানো হয় । এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আরামবাগ জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার হুগলি জেলাকে দুইভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই হিসাবে আরামবাগ জেলা কে সামনে রেখে সর্ববর্ষ প্রাচীন সংগঠন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আরামবাগ জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে শ্রীমন্ত রায়, সম্পাদক সৈখ নবজাদ হোসেন , ট্রেজারার সমীর দাস এবং কার্যকরী সদস্য প্রবীণ সাংবাদিক বল্লাইচাঁদ মুখোপাধ্যাকে নিয়ে ১৭ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। পাশাপাশি সাংবাদিকদের জীবনবীমা ও পেনশনের প্রয়োজনীয়তা এবং সাংবাদিক ও ইউটিউবারদের পেশাগত দায়িত্বের পার্থক্য নিয়েও আলোচনা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক বাংলা নিয়োগ নিয়ন্ত্রণা পত্রিকার সম্পাদক এবং আই জে এর প্রাক্তন কর্মকর্তা শেখার সেনগুপ্ত আই জে এর বর্তমান সম্পাদক সাংবাদিক দেবাশীষ দাস কার্যকরী সদস্য শ্যামাল নন্দর সহ অ্যান্যা কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠান শেষে আরামবাগ কমিটির সম্পাদক নওদাদ হোসেন বলেন আই জে এর প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আগামী দিনে সাংবাদিকদের স্বার্থে কাজ করে যাব।

চাষের জমিতে বেআইনি বিদ্যুতের তার, মৃত দম্পতি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী, ১৬ সেপ্টেম্বর : ইঁদুরের উপদ্রব থেকে ধানের কসল বাঁচাতে চাষের জমিতে বেআইনি ভাবে বিদ্যুতের তার বিছিয়ে রাখার অভিযোগ।আর সেই তারেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক দম্পতি।গুরুতর আহত হয়েছে তাদের নাবালক ছেলে। মঙ্গলবার সদস্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে। বেআইনি ভাবে বিদ্যুতের তার বিছিয়ে রাখার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে প্রেস্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম আশ্বাদ লস্কর ও তাহলিমা বিবি। অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার সর্গার তাঁর ধানের জমিতে ইঁদুরের উপদ্রব ঠেকাতে বেআইনি ভাবে বিদ্যুতের তার বিছিয়ে রেখেছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাড়ি থেকে প্রায় দেড় হাজার ফুট দূর থেকে ছড়িক করে অবৈধ ভাবে ওই জমিতে রাখার সড়োগ কাজ হওয়া হয়েছিল। এমনকী, জমিতে বিদ্যুতের তার বিছিয়ে রাখার বিষয়টি পাশের জমির মালিক আশ্বাদকে জানানো হয়নি বলে ও অভিযোগ।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আশ্বাদের নাবালক ছেলে মাছ ধরার জালে তারের জন্য ওই জমির উপর দিয়ে যাচ্ছিল। আচমকই বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে তড়িদহত হয় সে। ছেলের চিৎকার শুনে তাকে বাঁচাতে ছুটে আসেন বাবা আশ্বাদ। তাকেও বিদ্যুতের তার স্পর্শ করতের ঘটনাস্থলে তড়িদাহত হন তিনি। স্বামী ও সন্তানকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে একই ভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তাহলিমা বিবি।ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আশ্বাদ ও তাহলিমার। গুরুতর আহত অবস্থায় নাবালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ডাস্তি ফরান ১৪ প্রথিধান ৩০২১) ঐহরবা
 দেখাওয়া বিস্তৃত ভূগোলের মাধ্যমে।
 রিকভারি অফিসার - ১২ একরার (কিঃমিঃ, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, কলকাতা (ডায়েরি ৩), ৮ম তল, জীবন স্মৃতি ভবন, ৪২-সি, গুজরাতলা দেহের বাড়ি, কলকাতা - ৭০০০৭১।

দল-সংক্রান্ত তালিগি
 রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড দেউলিয়া আইন, ১৯৯৩-এর ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ‘আফকর আইন, ১৯৬১’-এর চতুর্থ তফসিলের দিবি ২-এর অধীনে প্রযোজ্য। আদালি / ৪৬৮/২০২৪
বনাম
এম আর দীপক গদসেপাধ্যায়, এস এএনআর প্রতি, (সিডি ১) এমআর দীপক গদসেপাধ্যায়, এস / ও-হায়ত রীয়েস্ত নাথ গান্ধুরী, ৪০, সলিপুর নেনে, পো-ঢাকুরিয়া, গাং-গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৩১।
১) জয়মল মুখার্জী,
১ ও ধীরাজ বৃষ্ণ মুখার্জী, টগি, নন্দুর গাজা দেন, কলকাতা - ৭০০০৩১।
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, কলকাতা (DRT ১)-এর প্রিসাইলিভ অফিসারের আদেশ অনুযায়ী ও৪ ৮০১২০১৭ মামলার ইস্যুস্ত রিকভারি অফিসারের বা আদার দন্দন অনুযায়ী, আদারের (টীথ ও থগক বাবদ সম্পূর্ণ রূপে সীমীত ভাবে) বিরুদ্ধে ২৩,৭০,০০০ টাকা (তেরাই লাক সরর হাজার টাকা মাত্র) বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে ০৩,১১,২০১৭ তারিখ থেকে অর্থ আদার না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১০.২৫ হারের সরল সুদ (এর মধ্যে ০৩.৭৫,২০২৬ তারিখে আদার ২৩,৬০,০০০ টাকা (হুদ্বিশ হাজার টাকা মাত্র) পর্যন্ত প্রদেয়।
২. আপনাকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, এই নোটটি তারিখের মধ্যে বা তার আগে একটি হুকুমদার মাধ্যমে আপনার সম্পদের বিরপর ঘোষণা করুন।
৩. আপনাকে এতদ্বারা আদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, গাংগালিকি কার্যক্রমে জারি কার্যক্রম সংক্রান্ত এই নোটটি প্রদানের অবধাতিত পর থেকে যে সরবরকল শুরু হবে, তার জন্য প্রস্তুত হন। ৭। এই নোটটি ও ওরাসেই জারি, অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া এবং পালনা অফিসার লস্কে গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমে প্রস্তুত সেবাতে যাবতীয় ধার্য ও বারা ধারা ০২.০৭,২০২৬ তারিখে আদার থাকর ও ট্রাইবুনালের সিলমোহরই এটি জারি করা হলো।
স্বাক্ষর (-) (স্বাক্ষর মোহেট)। উদ্ধার কর্মকর্তা। ভারত সরকার।
 কলকাতা ষথ আদার ট্রাইবুনাল-৩

আলোই ঈশ্বরের প্রতিনিধ

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০ ভাদ্র, ১৪৩৩

কর্নেল লতিকা ঘোষ

লতিকা ঘোষের ১২৫ তম জন্মদিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম। লতিকা ঘোষ স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীরা এক অন্যত্ব সহযোগী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম এক প্রাতঃস্মরণীয় নাম লতিকা ঘোষ। তিনি একাধারে ছিলেন অল্পবয়সে শিক্ষিত শিক্ষালিঙ্গ এবং নিন্তীক দেশপ্রেমিক। বাংলার নারী সমাজকে অন্দরমহল থেকে বের করে এনে স্বাধীনতা সংগ্রামের রণাঙ্গনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁর সরাসরি নির্দেশনায় লতিকা ঘোষ নারী মুক্তি ও দেশপ্রেমের যে অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন, তা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। লতিকা ঘোষ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার কোমলগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কবি মনোমোহন ঘোষ ও মাতা মালতী ঘোষ। লতিকা ঘোষ ছিলেন স্বয়ি অরবিদ্য ঘোষের আত্মপুত্রী। স্বভাবতই দেশপ্রেম ও বিপ্লবের আবহেই তাঁর মানসিক বিকাশ ঘটেছিল। লতিকা কলকাতার লরেটো হাউসে শিক্ষা শেষ করে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে যান। অক্সফোর্ড থেকে বি.লিট রিসার্চ ডিগ্রি এবং ট্রেনিং ডিপ্লোমা অর্জনের পর দেশে ফেরেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। লতিকা লন্ডনে অবস্থানকালে পিতার রচিত ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ সপ্তস অফ লভ অ্যান্ড ডেথ পিতার বন্ধু ইংরেজ কবি লরেন্স বিনওনের সহযোগিতায় সম্পাদনা করেন এবং গ্রন্থটি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর জ্ঞান ও মেধা কেবল শ্রেণীকক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতা ড. সুবোধচন্দ্র বোসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, যিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ मि্র। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক ‘সাইমন কমিশন’-এর বিরুদ্ধে কলকাতায় যে তীব্র বিক্ষোভ গড়ে ওঠে, তাতে লতিকা ঘোষ নারীদের নিয়ে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। কোনো পূর্ব সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই তাঁর এই অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা এবং শৃঙ্খলা দেখে তৎকালীন তরুণ কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র বসু গভীরভাবে মুগ্ধ হন। লতিকা ঘোষের জীবনে এবং কর্মে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাব ছিল অপরিসীম। নেতাজী ছিলেন নারী শক্তির এক পরম উপাসক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে লতিকা ঘোষের নেতৃত্ব দেখার পর, নেতাজী তাঁকে বাংলার নারী সমাজকে সংগঠিত করার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। নেতাজীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায় ১৯২৮ সালে লতিকা ঘোষ ‘মহিলা রাস্ত্রীয় সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ছিল ভারতের ইতিহাসে প্রথম কোনো রাষ্ট্রনৈতিক নারী সংগঠন, যার মূল লক্ষ্য ছিল নারীদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত করা। লতিকা ঘোষ ছিলেন এই সংঘের প্রথম সম্পাদক এবং নেতাজীর মতো প্রভাবতী দেবীকে এর সভানেত্রী করা হয়, যাতে সাধারণ ঘরের গৃহবধূরাও এই আন্দোলনে যোগ দিতে দ্বিধাবোধ না করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যিক অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু এক বিশাল সামরিক কার্যাদায় এর আয়োজন করেন। সেখানে নারীদের একটি বিশেষ উইং তৈরি করা হয়, যার সর্বাধিনায়ক বা ‘কমান্ডিং অফিসার’ হিসেবে নেতাজী লতিকা ঘোষকে মনোনীত করেন এবং তাঁকে ‘কর্নেল লতিকা’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

কবি রাধারানি

নিজের বাপের বাড়ি এসে কন্যা বৃথালেন বৈধব্যের শুদ্ধাচার, নিয়মনিষ্ঠা কাকে বলে। থান পরানো হল, খুলে দেওয়া হল গায়ের গয়না, ছেঁটে দেওয়া হল মাথার কালো চুল। তাঁর জীবন ছাপিয়ে যেতে পারে যেকোনও রোমাঞ্চকর উপন্যাসকে। গোটা জীবনে যেন নাটক আর গল্পে মোড়া। অনায়াসেই তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজে নেওয়া যায়। সেই জীবন মরা গাছে ফুট ফোটার গল্প। বয়স যখন মাত্র তেরো বছর আট মাস, এয়াতির চিহ্ন মুছে যায়। এশিয়াটিক স্কু নামের মারগব্যাবি কেড়ে নেয় স্বামীর জীবন। খাদ্য হিসেবে বরাদ্দ হবিষ্যার, একাদশীতে নিজল্লা উপবাস। তারপর জীবনের লড়াইয়ে শুধু বিজয়ীর দলাভুক্ত হলেন না, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করানেন বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি হিসেবে তিনি কবি রাধারানী দেবী, নবনীতা দেবসেনের মা জননী। প্রথম বাধাটা আসে নিজের বাপের বাড়ি থেকে। স্বামীকে অল্পবয়সে হারিয়ে এয়াতির চিহ্ন মুছে গেল। খাওয়া দাওয়া থেকে পোশাকে অনেকটা বদল হল অভ্যস্ত জীবনের হুদ। তবু শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় পরিজন বিশেষত শাশুড়ি মা সুশীলাবালার স্নেহছায়া বাস্তবের রক্ষুতা থেকে অনেকখানি আড়াল ফেললে অকাল বিধবাকে। মা নারায়ণীদেবী ছেনে ও এক জামাইকে পাঠালেন শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্য। বললেন, তাঁর মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ে হতে পারে না তাহলে তারা মাজার কাছে মরা দেখাতে পারবে না। শাশুড়ি মা সুশীলাবালা দত্ত ঠিক করেছিলেন, ফের বৌমার বিয়ে দেবেন। কিন্তু রাধারানীরা মা নারায়ণী সেকেন্দে মানুষ। সুশীলাবালা প্রতিবাদে করলেও পরিবারির চাপে পূত্রবধূকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু দিন পরে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এলেও মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, রঙিন শাড়ি আর আমিস আহার করবে না। সে কথা জেনে কষ্ট পেলেন শাশুড়ি সুশীলাবালা। কিন্তু হাল ছাড়লেন না তিনি। আদরের বৌমার গায়ে ফের উঠল ইঞ্চিপাড় কাপড়, হাতে দু’গাছি চুড়ি, গলায় কল সোনা। রাধারানীকে তিনি দিলেন বড় ছেলের সম্মান। মরা গাছে ফুল ফোটানোর চ্যালেঞ্জ রাধারানী নিয়েছিলেন। সে তখন অস্তঃপুরিকা। সাহিত্য চর্চা আর নিয়মিত পড়াশোনা করে দিন কাটে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলভেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজীবী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। দেদ

না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মরকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজীবী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাভূক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্বাসী। তিনি কারোকে ভয় পান না। তিনি জান্নের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন।

মহানায়ক উত্তমকুমারে দৃষ্টিতে ‘শরৎচন্দ্র’

রবীন্দ্রকুমার শীল

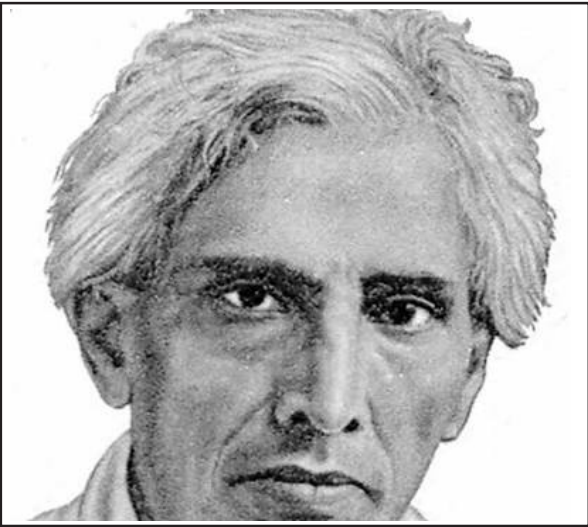
মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্ম শতবর্ষ দিবসের পাশাপাশি অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৫০ তম জন্ম দিবস। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় মহানায়ক উত্তমকুমারের কথা। তিনি সব সময়ে শরৎচন্দ্রের ছবি করতে গিয়ে গোটা তাঁর রচিত উপন্যাসটামন দিয়ে পড়তেন। শরৎ চন্দ্রের উপন্যাস ভালো করে না পড়লে অভিনয় করাটা একেবারে অসম্ভব সেটা স্বয়ং উত্তমকুমার নিজের মুখে স্বীকার করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে সময় পেলে শরৎ চন্দ্রের উপন্যাস থেকে শুরু করে তাঁর ছোটগল্প পড়েছেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। অভিনয় করার ফাঁকে বাংলা সাহিত্যের দিক পাল লেখকদের উপন্যাস থেকে শুরু করে গল্প পড়ে নিতাম। মহানায়ক উত্তমকুমার শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেশ কিছু উপন্যাসের চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ‘সব্যসাচী’ (১৯৭৭) সালে চলচ্চিত্রের কথা। ‘পথের দাবী’ উপন্যাস অবলম্বনে এই সব্যসাচী ছবি নির্মাণ করা হয়েছিল। নামভূমিকায় ছিলেন উত্তমকুমার। সঙ্গে ছিলেন পুলিশ অফিসার বিকাশ রায়। জাহাজ জেটিতে সব্যসাচী উত্তমকুমার যে অসাধারণ অভিনয় করেছেন তা আজও কেউই ভুলতে পারে না। এই ছবিতে উত্তমকুমার সঙ্গীত পরিচালক হয়েছিলেন। ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের প্রতি মহানায়ক উত্তমকুমারের একটি দূর্বলতা ছিল। কারণ উপন্যাসটি ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ নিষেধ করে এবং ভারতের তথা বাংলার বিপ্লবীদেরকে নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল। ‘চন্দ্রনাথ’ (১৯৫৭) সালে ছবিটি মুক্তি পায়। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার এবং বিপরীতে সরযু চরিত্রে অভিনয় করেন সূচিত্রা সেন। রোমান্টিক ছবি। ‘গৃহদাহ’ (১৯৬৭) সালে মুক্তি চায়। চলচ্চিত্রে উত্তমকুমার মহিমের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনেত্রী সূচিত্রা সেন (অছলা) এবং প্রদীপ কুমার (সুরেশ) অভিনয় করেন। ছবিটির প্রযোজনা করে উত্তমকুমার ফিল্ম প্রাইভিটে লিমিটেড। ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’ (১৯৫৮) সালে ছবিটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। উত্তমকুমার শ্রীকান্তের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। রাজলক্ষ্মী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সূচিত্রা। এবছর উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ। পাশাপাশি কথা শিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্থশততম অভিনয় করেছিলেন। বিপরীতে

যখনই শরৎ চন্দ্রে ছবিতে অভিনয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তখন তিনি শুধু চিত্রনাট্য পাঠ করতেন তা নয়, পাশাপাশি তিনি শরৎ চন্দ্রের মূল উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় রাখতেন। তিনি পরিস্কার করে একটি কথা বলতেন যে শরৎ চন্দ্রের রচিত চরিত্রকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে অতি অবশ্যই শরৎ চন্দ্রের লেখা মূল উপন্যাস পাঠ করা উচিত। তবেই শরৎ চন্দ্র রচিত চরিত্রকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। শরৎ চন্দ্রের উপন্যাসের ছবিতে অভিনয় করেছেন মহানায়ক নিষ্ঠাভরে। সেখানে কোনও রকম জলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেননি। মহানায়ক উত্তমকুমার কোনও সময়ে কোনও ছবিতে ছলচাতুরীর মাধ্যমে অভিনয় করতেন না। তিনি যখন অভিনয় করতে নামতেন তখন উপন্যাসের আসল চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতেন পর্দায়। সেই কারণে আজও তিনি মহানায়ক রূপে সকলের সমানে উপস্থিত। এবছর উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ। পাশাপাশি কথা শিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্থশততম জন্মবর্ষ পালিত হচ্ছে। এমন

‘অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজু পোড়াল

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং বাঙালি। অমর কথাসিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মতারিখ ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। সেই হিসেবে এবছরটা তিনি সার্থশতবর্ষ



পূর্ণ করবেন। বছরভর তাই নানা পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা ও সন্মানমহা প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁকে নিয়ে যে আলোচনা চক্র ও শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার দরুণ তিনি হয়ে উঠেছিলেন ‘অপরাজেয় কথাশিল্পী’। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই কথাশিল্পীর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ‘তোমার লেখনী বাঙালির চিত্ততত্ত্বকে হাসি ও অশ্রুর নববরত ও গভীরতার ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে। এই আশীবাণী জ্যোত্ হবার নয়; বাংলা সাহিত্যের মিথ্যাতা শিখায় অমর কথাশিল্পী যে দীর্ঘায়ু, সঞ্চার করেছেন, ইতিহাসই তার প্রমাণ। তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ আজও মানুষকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করছে প্রতিনিয়ত। বিচিত্র অভিজ্ঞতার অশীদার হয়ে তিনি আমাদের জন্য যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা রবীন্দ্রভোের যুগের সৃচনা ও সমৃদ্ধি

অত্যাচার, বাল্য বিবাহ, শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন, কথায় কথায় এক ঘরে হওয়া, অশিক্ষিত নারী – পুরুষের অন্ধকার অন্ধশ্র। বাল্যকাল থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ মানুষের চরিত্রকথাও তাই বিশাল, সাহিত্যিকর্মও তাই প্রচুর। শরৎ চন্দ্রের কল্পনাবিলাসী মন, সাহিত্যের নানা অঙ্গনে নিষ্ফল লেখনী চালনা, শিল্পচর্চা , সঙ্গীত চর্চা অচিরেই তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। কিভাবে তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে এলেন সে সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, ‘আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবে আমার শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হইতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নাই। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘর ছাড়া করেছিল, আমি অল্প বয়সে সারা ভারত ঘুরে এলাম। পিতার পাঁজিতা ছিল অগাধ। ছোট

গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনোটাই শেষ করিতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই। কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেনে তিনি এগুলি শেষ করে যাননি এই বলে কত দঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি হ’তে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। বলাবাহুল্য, পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত এই সম্পদকে কাজে লাগিয়েই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপরাজেয় কথাশিল্পী। আজ শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক বিশ্ময়কর প্রতিভা। ঘরছাড়া, দেশছাড়া শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে সাহিত্য প্রতিভা সুগু ছিল তা একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল কুস্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত ‘মন্দির’ গল্পের মাধ্যমে। পরে ‘ভারতী’ পত্রিকায় তাঁর ‘বড়দিদি’ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে তিনি সাদরে গৃহীত হলেন। কোন গুণে শরৎচন্দ্র বাঙালি পাঠকের কাছে এত সমাদর লাভ করেছিলেন তার উত্তর খুঁজতে হলে যেতে তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তার গভীরে। সমকালীন বাঙালি সমাজের অবক্ষয়ের ঘৃণ ধরা রূপাটিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন বক্ষিত , বিস্ত্রহীতের চূড়ান্ত দুর্দশা, শুনেছেন উৎপীড়িতা অনাদৃত নারীর মর্মযন্ত্রণা। শরৎচন্দ্র সেই চিত্রই তুলে ধরছেন আমাদের দরবারে, সেই নির্বাক বেদনাকেই ভাষা দিয়েছেন। তাঁর অভয়া, অন্নদাদিদি, কিরণময়ী, রমা, কমল লতা – ভায়হীন সমাজের নির্যর অবিচারের বলি। ‘সংসারে যারা শুধু দিলে, বিনিময়ে পেলে না কিছুই, তাইই আমাকে পাঠলে মা কিছুই, পরতার আকারে প্রকাশ পায়।’ তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস ‘চরিত্রহীন’।

পরিস্থিতিতে কবিগুরুর শরণাপন্ন হ’লেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বইটি পাঠিয়ে মতামত চাইলেন শরৎবাবু। তিনি ভেবেছিলেন, বিশ্বকবি তাঁর পক্ষে কিছু লিখবেন। কিন্তু তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি পৌঁছেছিল, তাতে বেশ হতাশাই হয়েছিলেন এই কথাশিল্পী। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৭ মাঘ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে চিঠি লেখেন, ‘তোমার ‘পথের দাবী’ পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে;কারণ, লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন, তাহলে চূপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চূপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে দেখলাম;একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বশেষ বা বিদেশি প্রজার ব্যক্বে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবে না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই চিঠির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, ‘আপনি লিখেছেন ইংরাজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে politicianöi’ propa-ganda হতো, কিন্তু বই হতো না। নানা কারণে বাঙলা ভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত কলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং আগে পিছনে জানি কিছুই যায় আসে না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং আগে পিছনে জানি কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ থাক। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মাধ্য যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎ-সত্ত্বেও যদি রাজ্যেরাে শাস্তিভোগ করতে হয় ত করতই হবে, তা মুখ বুজেই করি বা অস্পষ্টত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদও দন্ড আছে, এবং মনে করে তারের ও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।...’’

হেদুয়ার কাছেই দেবী দুর্গা মন্দিরে দেবী নিত্য পূজা পান

শঙ্করলাল কর্মকার

উত্তর কলকাতার হেদুয়ার কাছাকাছি যতবারই গেছি তার মধ্যে বেশ কয়েকবার হেদুয়া পার্কের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে শিশির ভাদুড়ি সরণীতে অবস্থিত এই মন্দিরটি চোখে পড়েছে। রাস্তার ধারে একতলা একেবারে, মনে হয়, সদা রঙ করা, ঝকঝকে, সর্বদাই নতুনের মতন লাগে, মন্দিরটি পথচলতি যে কোনো মানুষের চোখে পড়বেই। আমারও পড়েছে। কিন্তু কোনোদিন ভেতরে ঢোকার সুযোগ হয়নি বা বলতে গেলে পাইনি। হয়, আমার হাতে সময় ছিল না, কিংবা মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। তো বড়দিনের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা কাছেই ডাফ চার্চে গিয়েছিলাম। কাজ শেষে একবার টু মারতেই দেখলাম মন্দিরের দরজা খোলা। কপাল খুব ভালো বলতে হবে। আর মন্দিরের সামনে



একদল দর্শনাথী মন্দির দর্শন করে বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। কে যেন বললো, এটাই জুড়িয়ে যায়। এই সুযোগ হাতছাড়া করা বোকামি হবে। সুতরাং দর্শনাথীদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পড়লাম। ভেতরে বিশাল নাটমন্দির। মেঝেতে মার্বেল আর দেওয়ালে টাইলস বসানো চককে, ঝকঝকে ঠাকুরদালান আর নাটমন্দির। টাইলসের মাধ্যমে দেওয়ালে নানা পৌরাণিক ছবি, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গর্ভগৃহের সামনে টোকোনো অঙ্গন। একদিকে গর্ভ গৃহ আর তিন দিকে বারান্দা, সারি সারি ঘর। বারান্দার ধারে পরপর থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর স্থাপত্য। থামে আর অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানে রয়েছে সুদৃশ্য কারককাজ। ওপর থেকে ঝুলছে সুন্দর ঝাড় বাতি। দেওয়ালের নানা জায়গায় ফ্রেমে বাঁধানো দৃষ্টিনন্দন

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ‘আসন্ন কলকাতা ফিল্ম উৎসব’

বিশেষ প্রতিনিধি

৩২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (কেআই এফএফ) প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে, এবং গত ১১ সেপ্টেম্বর নন্দনে উৎসব কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আসন্ন সংস্করণের সাংগঠনিক কাঠামো ও

ছবি। সব মিলিয়ে বৈভব, ঐশ্বর্য আর পরিচ্ছন্ন রণচি্র ছাপ স্পষ্ট। এই মন্দিরে পুরোহিত থেকে ঢাকি সবাই বংশ পরম্পরায় মন্দিরের সাথে যুক্ত। বাইরে থেকে একতলা দেখালেও ভেতরটা কিন্তু দোতলা। নাটমন্দিরে দুজন অবাসালী মানুষ বসে বসে সুখ দুঃখের গল্প করছেন। আর ওলিকে গর্তগৃহে পুজারী তার কাজে ব্যস্ত। এছাড়া আর চতুর্থ কোনো মানুষের সাড়াশব্দ পেলাম না।

পুরো মন্দিরটাই দালানরীতিতে নির্মিত। চট করে মন্দির বলে মনে হয় না। বুঝতে পারলাম সবুে সন্ধ্যারতি বা সন্ধ্যাবেলার পূজো শেষ হয়েছে। মায়ের মূর্তি পশ্চিম মুখী। মায়ের মূর্তি বলতে, মহিষা সুরমাদিনী, অস্ত্রধাতুর তৈরি। প্রায় দুফুট উচ্চতার মূর্তি। সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, নগেশ রয়েছে। মায়ের দশ হাতেই রয়েছে অস্ত্র। যা নাকি সোনা দিয়ে তৈরী। মায়ের পরনে বেনারসী। গলায়, হাতে,

মাথায় নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার। পাশে রূপের সিংহাসনে নারায়ণ শিলা। মাথায় সোনার মুকুট। তার ওপরে রূপের ছাতা। শীতকাল, তাই সবার গায়েই গরম চাদরের মতন পোশাক জড়ানো। অপূর্ব এই মূর্তি। দেখলেই মনটা জুড়িয়ে যায়। যে শিল্পী তৈরি করেছেন তার শিল্পনেপুণ্যর তারিফ করতেই হয়। মূর্তির পেছনের চালচিত্রটি খুবই আকর্ষণীয়। পটের পেথামের পালাকের মতো এখানে নানান ছবি আছে। চালচিত্রের ধার বরাবর অর্ধচন্দ্রাকারে রয়েছে ময়ূরের পেথামের পালাকের মতো নকশ। মূর্তিটি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই মন্দিরে রয়েছে।

কথা হচ্ছেল পুজারী দেবাশীষ চক্রবর্তীর পুজা। তিনি গত তিন চার বছর ধরে এই মন্দিরের পুজার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। তার আগে তার কাকা হারিকেশ চক্রবর্তী পুজারীর দায়িত্ব সামলেছেন। বয়স হয়ে যাওয়ায় এখন অবসরে।



প্রস্তুতির উপর আলোকপাত করা হয়। ৩২তম কেআইএফএফ ২০২৬ সালের ১৬ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে উ পস্থিত ছিলেন কেআইএফএফ -এর চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি ও প্রধান উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী, এবং তাঁদের সঙ্গে ছিলেন প্রথম উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী অরিমিতা পাল ও তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক এবং পর্যটন প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। রূপা গান্ধলী, রুদ্রনীল ঘোষ, লক্কেট চ্যাটার্জি, জিৎ মন্দানি, চুণী গান্ধলী, সুদেষ্কা রায়, হরনাথ চক্রবর্তী, জুন মালিয়া এবং অজ্ঞান বসু সহ বাংলা চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ফি বছরের মতো এবারও শীতের রাতেই উৎসবের জমে উঠবে লোগোর রং পরিবর্তন করে কেরাা করা হয়েছে। **ছবি ঃ বন্দনদেব মিশ্র**

আর্জেন্টিনার জার্সিতে আরেকবার, শেষবার মাঠে নামছেন মেসি!

জাতীয় দলকে বিদায় বলেই ফেলেছিলেন লিওনেল মেসি। কিন্তু আর্জেন্টিনাজুড়ে চলছিল মাতম, ‘যেতে নাহি দেব হায়...!’ তবু যেতে তো দিতেই হবে। সেই টানাপোড়েনের সম্ভাব্য সেরা সমাধানও বের হয়ে গেল। মাঠের রাজাকে মাঠ থেকেই বিদায় দেবে আর্জেন্টিনা। দেশের মাঠে দেশের জার্সিতে আরেকবার মাঠে নেমে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরে যাবেন ইতিহাসের মহানায়ক।

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ গত কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, বিদায়ী একটি ম্যাচ খেলতে পারেন মেসি। সেটিই এবার আনুষ্ঠানিকতার রূপ পেল। আগামী ৬ অক্টোবর বুয়েনস আইরেসে বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় যাত্রার ইতি টানবেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লাউদিও তাপিয়া মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বাতায় নিশ্চিত করেন এটি। ‘বিশ্বের সেরা ফুটবলার, আমাদের দলের অধিকন, আমাদের অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আগামী ৬ অক্টোবর এখানে, এই আর্জেন্টিনা থেকে প্রাপ্য বিদায় নিতে।’ তাপিয়া জানান, ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী যারা খেলবেন এই ম্যাচে, তারা ছাড়াও ওই দলের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এএফএ পরে বিবৃতিতে জানায়, মেসির সঙ্গে এই আয়োজন দিয়ে বিদায় নেবেন আরও দুই তারকা। ফুটবলার লিওনেল মেসি, রদ্রিগো দি পল এবং শিওভানি লো সেলসো ৬ অক্টোবরের শেষ প্রীতি ম্যাচে অংশ নিতে উপস্থিত থাকবেন। স্থানীয় লীগ থেকে সুযোগ পাওয়া ফুটবলারদের নাম শুক্রবার ঘোষণা করা হবে। বিশ্ব ফুটবলে বেনিন এমন



যোগ্যতা অর্জন করে তারা ২০০৪ সালে। পরের ১১ আসরে খেলতে পেরেছে আর তিনবার। মেসির বিদায়ী আয়োজনের সৌভাগ্যে এই দলের নামও এখন পৌঁছে ফুটবল বিশ্বের প্রতিটি কোণে। সামনের আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচের আগে দেশের মাঠে

আরও দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ৬০ সেপ্টেম্বর তাদের প্রতিপক্ষ বলিভিয়া, ৬ অক্টোবর বুল্কানা ফাসো। তবে ফিফার শান্তির জন্য ধারণক্ষমতার অর্ধেক দর্শক ম্যাচ-পরবর্তী আচরণের সাথে সম্পর্কিত। তবে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ক্রীড়া-বহির্ভূত কার্যকলাপের জন্য একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান ব্যবহার করার অভিযোগও এনেছে ফিফা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমি-ফাইনাল জয়ের পর আর্জেন্টিনার বেশ কয়েকজন ফুটবলার ব্রিটিশ-শাসিত ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের ওপর আর্জেন্টিনার সার্বভৌমত্ব দাবি করে একটি ব্যানার প্রদর্শন করেছিল। ফিফার দেওয়া শান্তির মধ্যে ছিল আর্জেন্টিনার পরবর্তী দুটি হোম ম্যাচ দর্শক ধারণক্ষমতার অর্ধেক নিয়ে খেলা, যদিও সেই শান্তির একটি ম্যাচ ছিল স্থগিত। তবে যেহেতু আর্জেন্টিনা তিনটি প্রীতি ম্যাচ খেলার সূচি তৈরি করেছে, তাই মেসির বিদায়ী ম্যাচের আগেই এই শান্তি কার্যকর হওয়ার কথা। এবার বিশ্বকাপের ফাইনালে হারার পর মেসির চোখ ছিল অশ্রুসজ্জল। গত মাসে বাবার মৃত্যুরই তিনি আভাস দিয়েছিলেন, দেশের জার্সিতে আর হয়তো খেলবেন না। পরে গত ৩১ আগস্ট তিনি জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। ইস্টার মায়ামির হয়ে এখনও তার পরফরম্যান্স অসাধারণ। চলতি মরসুমে ২২ ম্যাচে ১৯ গোল করে ও ১৬ গোলে সহায়তা করে টানা তৃতীয়বার লিগের সেরা ফুটবলার হওয়ার লড়াইয়ে আছেন তিনি।

ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির বাড়তি খরচ বাঁচাতেই কি ৩ বছর পর ভারতে হবে আইপিএল-এর নিলাম?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের মাটিতেই ফিরতে পারে আইপিএল-এর নিলাম। টানা তিন বছর বিদেশে আয়োজনের পর ২০২৭ সালের এই টুর্নামেন্টের মিনি নিলাম ভারতে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, এমনটাই দাবি বিভিন্ন প্রতিবেদনের। শেষ বার ২০২৬ সালে কোচিতে আইপিএল নিলাম হয়েছিল। এর পর দুবাই, জেদ্দা ও আবুধাবিতে বসেছিল নিলামের আসর। ১৫ সেপ্টেম্বরের আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকে ২০২৭ সালের মিনি নিলাম ভারতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিদেশে মিনি নিলাম আয়োজন করতে গিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে অতিরিক্ত খরচ ও নানা লজিস্টিক সমস্যায় মুখে পড়তে হচ্ছিল। সেই কারণেই নিলাম ফের ভারতে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিলাম কোন শহরে হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। বিসিআই-র জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো পর্যাপ্ত পাঁচতার হোটেলের ব্যবস্থা। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির প্রতিনিধি ও সোপোর্ট স্টাফদের জন্য ১০০টিরও বেশি ঘর প্রয়োজন হবে। অক্টোবর-ডিসেম্বর বিয়ের মরশুম হওয়ায় হোটেল পাওয়াই ভেন্যু নির্বাচনের অন্যতম প্রধান শর্ত হতে পারে। ২০২৭ সালের মিনি নিলাম ভারতে হলেও পরবর্তী মেগা নিলাম আবার বিদেশে হতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অন্যদিকে ইমপ্যাক্ট প্রোগ্রাম নিয়ম নিয়েও কোনও সিদ্ধান্ত যেমনি আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। আগামী মাসের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে ফের আলোচনা হওয়ার কথা। তিন বছর পর আইপিএল নিলাম ফের ভারতের মাটিতে ফিরতে চলেছে বলেই ইঙ্গিত মিলছে।

৮০০০০০০০০০ টাকা, এশিয়ান গেমসে পদক জিততে খরচ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ জাপানের মাটিতে আর কয়েকদিন পরই শুরু হতে চলেছে এশিয়ান গেমসের জমকালো আসর। সেখানে ৬৬টি ডিসিপ্লিনে অংশ নিতে পৌঁছাচ্ছেন ভারতের ৫০১ জন অ্যাথলিট, যার মধ্যে কেবল অ্যাথলেটিক্স থেকেই নামছেন মেরকর্ড ৭৮ জন প্রতিযোগী। তবে কেবল খেলোয়াড়দের তালিকা নয়, এশিয়ান গেমসের মুখে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশাল আর্থিক বিনিয়োগ। ট্যাপেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্ক্রিম’-এর সিইও এনএস জোহাল ও ক্রীড়া মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত তিন বছরের এই সাইকেলে গেমসের প্রস্তুতির জন্য প্রায় ৮০০.৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। মন্ত্রকের বাৎসরিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা ক্যালেন্ডার-এর আওতায় ৭০২.৮৬ কোটি টাকা এবং ‘উপস’ প্রকল্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৯৭.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই বিপুল ব্যয়ের পিছতভাগ অর্থাৎ প্রায় ৬৬ শতাংশ বা ২৫১.৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে অ্যাথলিটদের বিদেশে পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলানোর জন্য। ঘরে বসে বিচ্ছিন্নভাবে অনুশীলনের বদলে বিশ্বমানের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়ায় নিজদের খালিয়ে নেওয়াবেই অগ্রাধিকার দিয়েছে কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক এক্সপোজারের পাশাপাশি দেশীয় প্রশিক্ষণে খরচ হয়েছে ১১৮.৬ কোটি এবং অত্যাধুনিক ক্রীড়াসরঞ্জাম কিনতে ৮৯.২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের ব্যাক-আপ সিস্টেম আরও নিখুঁত করতে আনা হয়েছিল ৫০ জন বিদেশি বিশেষজ্ঞ কোচ ও টেকনিক্যাল ট্রেনার, যার জন্য বরাদ্দ ছিল ৮৬.৩ কোটি টাকা।

এলচের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তের গোলে রিয়াল মাদ্রিদের রোমাঞ্চকর জয়

দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ দিকে খেই হারিয়ে পয়েন্ট হারাতে বসে রিয়াল মাদ্রিদ। অসাধারণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই জমিয়ে তোলে এলচে। তবে কিলিয়ান এমবাপে সার্গেস এম্পির রোমাণপড়ায় শেষ মুহূর্তের গোলে জয়ের স্বস্তিতেই মাঠ ছাড়ল জুজো মরিনিয়োর দল।

সংবাদ সংস্থা, এলচে, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৩-২ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। গত মরসুমে লিগে ঘরের মাঠে রিয়ালকে ২-২ গোলে রুখে দিয়েছিল এলচে। এবারও তেমন সম্ভাবনা জাগায় দলটি, যদিও শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু করতে পারল না তারা। প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যাবার পর, ব্যবধান বাড়ান কিলিয়ান এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধে ১২ মিনিটের ব্যবধানে অবিয়োল ওসোরিও ও ফার্নান্দো নিনোর গোলে সমতায় ফেরে এলচে। তাতে নাটকীয় মোড় নেওয়া লড়াইয়ে বদলি নামার কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেন এম্পি। ছয় ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। একটি ম্যাচ কমও খেলেছে কাতালানা ক্লাবটি। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই দারুণ একটা সুযোগ পেয়ে যান ভিনিসিউস। কিন্তু ছয় গজ বন্ধে বাঁ দিয়ে আর্দা গুলারিয়ে গুঁড় পাস পেয়ে শট বন্ধের রাখতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান তারকা। ছয় মিনিট পর অন্য পাশে ডি-বক্সে জায়গা বানিয়ে তেতত মরেস্তের শটও অল্গের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আগের পাঁচ ম্যাচে একটিতেও জয় না পাওয়া এলচে ১৭তম মিনিটে আরেকটি গোছানো আক্রমণ

শাণায়। কিন্তু ভালো পজিশন থেকে অবিয়োল ওসোরিওর শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে যায়। ২৫তম মিনিটে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের অদ্ভুত

আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। প্রায় ২০ গজ দূর থেকে গুলারয়ের দারুণ ফ্রি কিকে বল পোস্টের কিছুটা ভেতরের দিকে লেগে অন্যপাশ দিয়ে হয়তো বের হয়ে যেত, জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখাছিলেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক মার্তিয়াস দিতুরো, দুর্ভাগ্যবশত বল তার হাতে লেগে গোললাইন

পেরিয়ে যায়। আট মিনিট পর দারুণ নৈপুণ্যে ব্যবধান বাড়ান এমবাপে। ইয়ান ডিওমেন্ডের ডি-বক্সে বাড়ানো গুঁড় বল ছুটে গিয়ে প্রথম ছোঁয়ায় শটে

গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ফরাসি তারকা। শট নেওয়ার পরমুহূর্তেই গোলরক্ষকের সঙ্গে সংঘর্ষে পায়ো কিছুটা আঘাত পান তিনি। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে অবশ্য খেলা চালিয়ে যান এবারের লিগে এই নিয়ে সাতটি গোল করা এমবাপে। দুই মিনিটের মধ্যে গতিময় আক্রমণে আরেকটি দারুণ সুযোগও তৈরি করেন আগের

মিনিটে আবারও দলকে হতাশ করছেন ভিনিসিউস। তড়ি শাণানো পাশ্টা আক্রমণে গুলারয়ের গুঁড় পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে শট নেন ব্রাজিলিয়ান তারকা, কিন্তু বল পোস্ট খেঁয়ে বেরিয়ে যায়। এর পরপরই ভিনিসিউস ও গুলারকে তুলে নেন মরিনিয়ো এবং ব্রাহিম দিয়াস ও জুড বেলিংহামকে বদলি নামান।

টি-টোয়েন্টির ক্রমতালিকায় মগডালে দুই ভারতীয়

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ঝড় দেখা গিয়েছিল অভিষেক শর্মার ব্যাটে। ৬২ বলে ৮২ রানের মারকাটটির সেই ইনিংসের পুরস্কার পেলেন ‘শর্মািজি কা বেটা’। আইসিসির টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় এক ধাপ উঠে দু’নম্বরে চলে এলেন ভারতীয় ওপেনার। টপকে গেলেন পাকিস্তানের সাহিবজান ফারহানকে। শীর্ষস্থান অবশ্য ধরে রেখেছেন ঈশান কিষান। অভিষেক তাঁর থেকে ৫১ রোটিং পয়েন্ট পিছিয়ে। সদ্য হ্যাামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে ফিরেও চোটের কারণে এশিয়াডের দল থেকে বাদ পড়েছেন বরুণ চক্রবর্তী। তবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে চার ওভারে ১৬ রান দিয়ে এক উইকেটও পান। চোটের কারণে বাদ পড়লেও এ হেন কৃপণ বোলিংয়ের পুরস্কার পেলেন ‘রহস্য স্পিনার’। বোলারদের তালিকায় দু’ধাপ উঠে পাঁচ নম্বরে তিনি। জশপ্রীত বুসরাহ সাত ধাপ উঠে ১০ নম্বরে। সবচেয়ে বড় লাফ অর্শদীপ



সিংয়ের। ১১ ধাপ উঠে তিনি এখন ১৪ নম্বরে। অক্ষর প্যাটেলও ছ’ধাপ উঠে ২৭ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন। অলরাউন্ডারদের তালিকাতেও উন্নতি হয়েছে আফগানিস্তানের। আজমাতুল্লাহ ওমরজাই উঠে এসেছেন পাঁচ নম্বরে। জশপ্রীত বুসরাহ সাত ধাপ উঠে ১০ নম্বরে। সবচেয়ে বড় লাফ অর্শদীপ

বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেয়েছেন ইংল্যান্ডের অলি রবিনসন। তিন টেস্টের সিরিজে ২১টি উইকেট নিয়ে কেরিয়ারের সেরা, তিন নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। ১৯টি উইকেট নেওয়া জশ টং রয়েছেন ১১ নম্বরে। টেস্ট ব্যাটারদের তালিকায় পাকিস্তানের বাবর আজম দু’ধাপ উঠে ১৩

নম্বরে। অন্যদিকে, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে জেতানো নেথান এলিস ওয়ানডে ক্রিকেটের বোলারদের তালিকায় ২০ ধাপ উঠে ২০ নম্বরে পৌঁছেছেন। ব্যাটারদের তালিকায় জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শতরানের সুবাদে ম্যাথু রেনশ উঠে এসেছেন ৬৮ নম্বরে।

৪ গোলে বিশ্বস্তু আল-নাসের! এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগের শুরুতেই মুখ খুবড়ে পড়লেন রোনাল্ডোরা

সংবাদ সংস্থা, রিয়াদ, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ অভিযানের শুরুতেই বিপর্য! এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিটের প্রথম ম্যাচে চরম লজ্জার মুখে পড়ল আল-নাসের। মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরাবাহির ক্লাব আল-আইনের কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত ক্রিস্পিয়ানো রোনাল্ডোর দল। সৌদি প্রো লিগ চ্যাম্পিয়নরা এখনও পর্যন্ত এই মহাদেশীয় ট্রফি জিততে পারেনি। এবারও টুর্নামেন্টের শুরুতে এই হার রীতিমতো হতশাশনক। ম্যাচে ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ আল নাসের। ম্যাচের শুরু থেকে দাপট দেখায় দু’বারের চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ী আল-আইন। ২৫ মিনিটেই প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন হুসিন রহিম। এরপর প্রথমার্ধের খেলা ১-০ ব্যবধানেই শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বদলায়নি। ম্যাচের ব্যস যখন ঘণ্টা পেরিয়েছে, ঠিক তখনই নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান মরক্কোর এই ফরোয়ার্ড। ম্যাচের ৭২ মিনিটে আল-নাসেরের কক্ষিনে তৃতীয় পরেকটি পৌঁতেন হুসিনের ভাই সুফিয়ান রহিম। এখানেই শেষ নয়। চতুর্থ গোলেটিও আসে সুফিয়ানের পাস থেকে। তাঁর সাহায্যে দেওয়া বল থেকে অনায়াসে গোল করেন জর্জিওস গিগাকুমাকিস। সৌদি



ম্যাচের একেবারে শেষ লগ্নে একটি ফ্রি-কিক পেরোইতেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সেই শট অনায়াসে আটকে দেন বিপক্ষ গোলরক্ষক খালিদ ইসা। দলের এই হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর সম্পূর্ণ দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন আল-নাসেরের কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকোগলু। তাঁর স্পস্টে কথা, ‘‘ফুটবলাররা নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে। ওদের ওপর আমি কোনও দায় চাপাচ্ছি না। এই হারের সম্পূর্ণ দায় আমার। দল হিসেবে আমরা অত্যন্ত জঘন্য ফুটবল খেলেছি।’’ এই রেজাল্টের জেরে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ চার ম্যাচে

মাত্র একটি জয় সৌদি চ্যাম্পিয়নদের। এদিন চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম রাউন্ডে সৌদি আরবের অন্যান্য পাঁচটি ক্লাবের ফলাফল মোটেই উপর নিম্ন। চারবারের চ্যাম্পিয়ন আল-হিলাল ২-১ গোলে হারিয়েছে কাতারের আল-বারাকাকে। প্রথমার্ধের শেষদিকে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রুবেন নেভেস। দুটি দলই তখন দশ জনে খেলছিল। দ্বিতীয়ার্ধে সেগেই মিলিকোভিচ-

সাদিচির গোলে জয় নিশ্চিত হয় আল-হিলালের। অন্যদিকে উজবেকিস্তানের পাখতাকোরের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে আল-আহলি। কাতারের আল-শামালের সঙ্গে ঠিক একই ব্যবধানে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছে আল-ইস্তিহাদ। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাবাহির আল-ওয়াসলের বিরুদ্ধে ২-১ গোলের জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছে আল-কাদিসিয়া।



RITES

THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

RITES LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon – 122001

Requirement of professionals for the following posts through Interview at RITES Office:

VC Nos.	Post Name Individual Consultant	No. of Post(s)	Mode & Venue
YP/40-R1/26	Tunnel Design Engineer	1	RITES Corporate Office, Gurugram / Project Office, Guwahati / Video Conferencing
YP/41-R1/26	Bridge / Structural Engineer	1	
YP/42-R1/26	Tunnel Safety Expert	1	
YP/43-R1/26	Senior Geotechnical Expert	1	
YP/44-R1/26	Senior Geologist	1	
YP/46-R1/26	Senior Contract Expert	1	
YP/49-R1/26	Instrumentation & Control Expert (SCADA)	1	
YP/52-R1/26	Tunnel Lining Expert	1	
YP/56-R1/26	Safety Engineer	2	
YP/58-R1/26	Survey Engineer	1	

For complete details, candidates may refer the detailed advertisement posted on RITES website www.rites.com under **Career** Section.

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • দশম সংখ্যা • ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পাঁচটি রোগের সাতকাহন

- রোবোটিক সার্জারি আধুনিক চিকিৎসারিগ্গানের এক নতুন দিশ
- ক্যান্সার চিকিৎসায় রেডিয়েশনের ভূমিকা
- জরায়ুমথের ক্যান্সারঃ সচেতনতাই প্রধান রক্ষাকবচ
- কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আরোগ্যের চেষ্টাে প্রতিরোধ শ্রেয়
- গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ক্যান্সারে রোবোটিক সার্জারি
- ক্যান্সারের পরের জীবন
- ‘‘হাট অ্যান্ড ককে প্রতিরোধ’’
- মানসিকচাপ
- হৃদীর ব্যাধা
- ডায়াবেটিস
- লিভারের অসুখ
- টাইফয়েড

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন